GUK Award 2024

41
EMPOWERING FOR RESILIENCE
1985-2025



অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা

নন্দিত জন

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
Gana Unnayan Kendra

www.gukbd.net



অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা

নন্দিতজন

কড়চা

প্রসঙ্গ কথা : GUK Award- ০২
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র : ৪০ পেরিয়ে ৪১- ০৩
গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দীর্ঘকালের শুভাকাঙ্খী গওহার নঈম ওয়ারা- ০৪
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ফজলুর রহমান সরকার রাজা- ০৫
নাট্যজন রেজাউল হক চৌধুরী- ০৬
শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান- ০৭
কণ্ঠশিল্পী জাফরিন আলম- ০৮
কৃষিবিজ্ঞানী ড. সাকিনা খানম ছন্দা- ০৯
নারী শিক্ষা উন্নয়নের অগ্রণী মানুষ মো. শাহাদৎ হোসেন মন্ডল- ১০
সফল নারী উদ্যোক্তা সাদিনা বেগম- ১১
স্থাপত্যবিদ জামাল উদ্দিন শেখ- ১২
সংস্থার কর্মীদের বিশেষ সম্মাননা- ১৩
যাঁরা পেয়েছেন GUK Award (২০১৭-২০২৩)- ১৪
ছবিতে GUK Award প্রদান অনুষ্ঠান (২০২৩)- ১৫
আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব ২০২৪- ১৮

সম্পাদক
জহুরুল কাইয়ুম

সম্পাদনা সহযোগী
আফতাব হোসেন
জয়া প্রসাদ

ফটোগ্রাফি
কুদ্দুস আলম

বর্ণ বিন্যাস
বিপ্লব কুমার দাস অরু

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
কায়সার রহমান রোমেল

মুদ্রণ সহযোগী
কনসেপ্ট ইনোভেটিভ কম্যুনিকেশন, গাইবান্ধা

প্রকাশক
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

প্রকাশকাল
১৭ পৌষ ১৪৩১ | ০১ জানুয়ারি ২০২৫



প্রসঙ্গ কথা

GUK Award

সমাজ উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে নিবেদিত এবং সৃজনশীল কর্মে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের কর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ২০১৭ সাল থেকে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র GUK Award প্রদান শুরু করে। গত ৭ বছরে আমরা ২৬ জন গুণি ব্যক্তি ও একটি সংগঠনকে এই সম্মাননা প্রদান করেছি।

মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, কৃষি, নারী উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং অদম্য ক্যাটাগরির কমপক্ষে তিনটিতে প্রতিবছর এই সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথম তিন বছর ৩ জন করে গুণি ব্যক্তি, পরের দুই বছর ৪ জন করে গুণিজন, পরের বছর একটি সংগঠন ও ৩ জন বরেণ্য ব্যক্তি এবং গত বছর ৬ জন গুণিকে GUK Award প্রদান করা হয়। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংগঠন নির্বাচন করার জন্য সংস্থা প্রতিবছর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি মনোনয়ন কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি পূর্বনির্ধারিত বিশেষ বিধিমালার আলোকে ব্যক্তি ও সংগঠন নির্বাচন করে থাকে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে অনেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রেখে যাচ্ছেন। এবছর এবছর গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্খী ১ জনকে আজীবন সম্মাননা, ৭ জনকে GUK Award-2024, ১ জন স্থাপত্যবিদ ও সংস্থায় বিরতিহীনভাবে ২৫ বছর কাজ করা ৫ জন কর্মীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা প্রত্যাশা করি, আগামীতেও দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যক্তি ও সংগঠনকে GUK Award প্রদানে সম্পৃক্ত করা হবে।

আবু সায়েম মো. জান্নাতুন নূর রিশাত
পরিচালক
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (এটক), গাইবান্ধা



গণ উন্নয়ন কেন্দ্র

৪০ পেরিয়ে ৪১

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্তি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘ ৪০ পেরিয়ে ৪১ বছরের পথচলায় স্থানীয় সরকার, জনগণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে সংস্থা পর্যায়ক্রমে রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ১৭টি জেলায় নানা ধরনের উন্নয়নমূলক ও মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দুর্যোগে এই ১৭ জেলার বাইরেও বিভিন্ন সময়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় দুর্যোগ কবলিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে সংস্থায় প্রায় তিন হাজার নিবেদিতপ্রাণ নারী ও পুরুষ কর্মীর মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ৩৭টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং ৭০টি শাখার মাধ্যমে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার সাথে যুক্ত প্রায় ৪ লাখ নারী-পুরুষ উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দরিদ্র্যতার বৃত্ত থেকে বের হয়ে দেশের উন্নয়নধারায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। চরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে জিইউকে ৭৫টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ৩ হাজার বসতভিটা উঁচুকরণ, ১৩০টি ক্লাস্টার ভিলেজসহ অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার করেছে। এছাড়াও মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে GUK শুরু থেকে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, আনন্দলোক কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে চরাঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার অতিদরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০ হাজার বিদ্যালয়বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষার মূলস্রোতধারায় যুক্ত করা হয়েছে। এবছর মানসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার জন্য আমরা চালু করছি আধুনিক শিক্ষায়তন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যেখানে বর্তমান বিশ্বের উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এছাড়াও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ১০ হাজার ৫শ' যুব নারী-পুরুষকে কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমরা গাইবান্ধায় একটি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতাল, কৃষি-মৎস্য-গবাদি পশু খামার, খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রসহ ১৩টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করে। আমাদের সংস্থা ২০১৭ সাল থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে GUK Award প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই পদকপ্রাপ্তরা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং দেশের উন্নয়নধারায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এই প্রত্যাশা করি।

এম. আবদুস্ সালাম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা



গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দীর্ঘকালের শুভাকাঙ্খী

গওহার নঈম ওয়ারা

গওহার নঈম ওয়ারার জন্ম কুষ্টিয়ার ১৯৫৫ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগে পড়ালেখা করেছেন। উচ্চতর পড়াশুনা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এবং রয়েল মিলিটারি কলেজ অব সায়েন্স, ক্রেনফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। নানা পেশার পাশাপাশি শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উন্নয়ন সংস্থা পরিচালনার পাশাপাশি স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক খাতের কর্মসূচির উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে, তিনি দেশের প্রথম জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

নঈম ওয়ারা অক্সফাম, কেয়ার, অ্যাকশন এইড, সেভ দ্য চিলড্রেন, প্ল্যান, সুইস ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এবং ইউনিসেফ-এর মতো বিভিন্ন মানবিক সংস্থায় জরুরি পরিস্থিতিতে শিশু সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেছেন। কুর্দিস্তান (উত্তর ইরাক), ভারত, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান এবং সোমালিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ার উপর তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

২০১১ সালে নঈম ওয়ারা মানবিক জবাবদিহি, অংশীদারিত্বের (এইচএপি; একটি জেনেভা-ভিত্তিক মানবিক সংস্থা) সার্টিফিকেশন অ্যান্ড রিভিউ বোর্ডের (সিএআরবি) একজন স্বাধীন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন যার পরে তিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। বাংলায় স্ফিয়ার হ্যান্ড বুকের মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডস ফর চাইল্ড প্রোটেকশন ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন এবং ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (আইএনইই)-এর অনুবাদে প্রধান সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৯৭ সাল থেকে দুর্যোগ এবং পরিবেশগত ঝুঁকির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ দুর্যোগ বর্ষ রিপোর্টের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক।

নঈম ওয়ারা ফাউন্ডেশন ফর ডিজাস্টার ফোরাম (ডিএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক যা বাংলাদেশে মানবিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে এমন ৬৭টি সংস্থা এবং ব্যক্তিদের একটি জাতীয় সংগঠন। তিনি সাউথ এশিয়ান ডিজাস্টার নেটওয়ার্ক 'দুর্যোগ নিবারন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও। তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্সের জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম তৈরিতে সহায়তা করেছেন।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দীর্ঘকালের শুভাকাঙ্খী গওহার নঈম ওয়ারাকে আজীবন সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা নিবেদিত এই উন্নয়নকর্মীর সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা

মো. ফজলুর রহমান সরকার রাজা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ফজলুর রহমান সরকার রাজা ১৯৪৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন সাহপাড়া ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- ডা. আব্দুর রহমান সরকার, মাতা- মাজেদা বেগম। ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। স্ত্রী ইসমত আরা বেগম রানী। এক ছেলে ও চার মেয়ের জনক তিনি।

১৯৬২ সালে তুলশীঘাট কাশিনাথ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। গাইবান্ধা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বিএ পাশ করেন। পরে পলাশবাড়ী থানার পবনাপুর হাইস্কুলে ইংরেজি বিষয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে তুলশীঘাট আঞ্চলিক সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করেন। তিনি 'বি' কোম্পানির গোয়েন্দা কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে ১১ নম্বর সেক্টরের মানক-ারচর সাব-সেক্টরে গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাদুল্লাপুর থানা অপারেশন এবং নান্দিনার ভয়াবহ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে কয়েক বছর চাকরি করেন। তিনি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি গাইবান্ধা মহকুমা ইউনিটের প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন। সাহপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পরপর দুবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং গাইবান্ধা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ফজলুর রহমান সরকার রাজাকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা বাংলা মায়ের এই বীর সন্তানের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।



নাট্যজন

রেজাউল হক চৌধুরী

গাইবান্ধার খ্যাতিমান নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা রেজাউল হক চৌধুরী সদর উপজেলার ত্রিমোহনীর পিয়ারাপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালে ১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মাতা- রাবেয়া খাতুন। স্ত্রী-আমেনা জান্নাত চৌধুরী (কবিতা)। পুত্র-৪ জন।

গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং গাইবান্ধা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পাশ করেন। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রথম নাটকে অভিনয় করেন। ছাত্রজীবন শেষে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছেন কিন্তু নাটকের নেশা তাঁকে কোথায় থিতু হতে দেয়নি। একসময় গাইবান্ধা নাট্য সংস্থা (জিডিসি)-এর সদস্য হন। তারপরে একের পর এক নাটকে অভিনয় করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর অভিনীত প্রায় সাড়ে তিনশত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ছেঁড়াতার, তোমরাই, জমিদার দর্পণ, মেরাজ ফকিরের মা। অভিনয় করেছেন দেশবরেণ্য অভিনেতা আনোয়ার হোসেন, এটিএম শামসুজ্জামান, আনোয়ারা, আহমেদ শরীফ প্রমুখের সাথে। গানাসাস পদক, গাইবান্ধা থিয়েটারের তুলসী লাহিড়ী পদক, মোহনার জহুরুল ইসলাম স্বপন সম্মাননা লাভ করেছেন রেজাউল হক চৌধুরী।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও রেখেছেন অসাধারণ ভূমিকা। গাইবান্ধা নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় একটানা ৭ মেয়াদে ১৪ বছর এবং আরেকবার ২ বছর মোট ১৬ বছর নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে কার্যকরি সভাপতি হিসেবেও দুই মেয়াদে ৪ বছর দায়িত্বে ছিলেন।

বিশিষ্ট নাট্যজন রেজাউল হক চৌধুরীকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা খ্যাতিমান এই নাট্যব্যক্তিত্বের সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



শিক্ষাবিদ ও গবেষক

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

প্রফেসর মো. মাহবুবর রহমান ১৯৫২ সালের ৭ এপ্রিল গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মোংলারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মো. হাবিবুর রহমান, মাতা- বেগম রওশন আরা। স্ত্রী- তাহদীনা নাজনীন। এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে তাঁর।

মাহবুবর রহমান বগুড়ার সোনাতলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমএ এবং ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল 'রংপুর জেলার গ্রামীণ জীবনে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব'। তিনি ১৯৮১ সালের ২৩ মার্চ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা শেষে অবসরগ্রহণ করেন। ২০২০ সালে তিনি পোল্যান্ডের ক্রাকো শহরে অবস্থিত জাগোলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. মাহবুবর রহমান ১৬ জনের পিএইচডি গবেষণা ও ৫ জনের এম.ফিল গবেষণা তত্ত্বাবধান করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন– বিভাগীয় সভাপতি, জনসংযোগ প্রশাসক, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, সিনেট সদস্য, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের পরিচালক, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্ট্রিংগুইসড প্রফেসর ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত ড. মাহবুবরের ২৮টি বই ও ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয় আধুনিক বাংলা, রাজনৈতিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, স্থানীয় ইতিহাস ও আরকাইভস্। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ১. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৪৭, ২. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, ৩. বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ১৭৭৩-১৯৭২, ৪. স্থানীয় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ৫. একাত্তরে গাইবান্ধা, ৬. ঊনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের গরিবদের জীবন। তিনি 'বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ'-এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। ২০০২ সালে ড. মাহবুব বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যর উপকরণ সংগ্রহের জন্য রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'হেরিটেজ : বাংলাদেশের ইতিহাসের আরকাইভস্' নামক সংগ্রহশালা। তিনি বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সভাপতি, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আরকাইভ ও জাদুঘরের ট্রাস্টি, বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো। গবেষণা কাজে ভ্রমণ করেছেন ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশ।

শিক্ষা ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য প্রফেসর মাহবুবর রহমানকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা নিষ্ঠাবান এই গবেষকের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



কণ্ঠশিল্পী
জাফরিন আলম

কণ্ঠশিল্পী জাফরিন আলম ১৯৬৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধার মুন্সীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে। পিতা- শামছুল আলম, মাতা- সেকেন্দ্রা জাহানারা আলম। স্বামী-মোকাদ্দেছুর রহমান (খাজা সুজন)। তাঁরা ৪ ভাই ৩ বোন। জাফরিন আলম ৪ কন্যার জননী।

খুব ছোটবেলায় সংগীতের হাতে খড়ি নেন বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী শাহনেওয়াজ মন্ডল বাবলুর কাছে। পরবর্তীতে ওস্তাদ উপেন্দ্রনাথ দেবের কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ওস্তাদ আকতার সামদানী ও ওস্তাদ ইয়াছিন খানের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন। শিল্পী জাফরিন আলম ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রে এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে আধুনিক গানের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ঢাকায় অবস্থানকালে ঢাকা বেতারে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন। বর্তমানে এই গুণী শিল্পী বাংলাদশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের 'বিশেষ শ্রেণিভুক্ত' সংগীত শিল্পী। তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে গাইবান্ধা জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংগীত বিভাগের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। শিল্পী জাফরিন আলম তাঁর মা মরহুমা সেকেন্দ্রা জাহানারা আলমের নামে ২০০৭ সালে গাইবান্ধা শহরের মধ্যপাড়ায় একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জাফরিন আলমকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা খ্যাতিমান এই সংগীত শিল্পীর সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



কৃষিবিজ্ঞানী
ড. সাকিনা খানম ছন্দা

কৃষিবিজ্ঞানী ড. সাকিনা খানম ছন্দা গাইবান্ধা জেলা শহরের পিকে বিশ্বাস রোডের পারিবারিক বাসস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- একেএম শামছুল আনোয়ার খান অনু, মাতা- আকতার উন নাহার খানম। স্বামী- লুৎফর রহমান। একমাত্র পুত্র আন্দালিব রহমান।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন গাইবান্ধার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। এরপর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদালয়, ময়মনসিংহ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। লবণ, খরা ও ঠাণ্ডা সহিষ্ণু গমের জাত নিয়ে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেন। এরপর কোরিয়ায় ধান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেজুর নিয়ে পোস্ট ডক্টরাল করেন। বর্তমানে সাকিনা খানম বিনার যোগাযোগ উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

২০২২ সালে ড. সাকিনা খানম উদ্ভাবন করেন 'বিনা ধান-২৫'। দেশের উদ্ভাবিত ধানের মধ্যে এই জাতের ধান থেকে পাওয়া চালের আকার সবচেয়ে লম্বা ও সরু। সেকারণে এই ধানের চাল বিদেশ থেকে আমদানি করা বাসমতি চালের বিকল্প হতে পারে।

তিনি ২০০৮ সালে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ২০২২ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি এবং ২০২৩ সালে বিটিআই ও ডেইলি স্টার স্টেলার ওমেন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

কৃষিবিজ্ঞানী ড. সাকিনা খানম ছন্দাকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা খ্যাতিমান এই বিজ্ঞানীর সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



নারী শিক্ষা উন্নয়নের অগ্রণী মানুষ

মো. শাহাদৎ হোসেন মন্ডল

মো. শাহাদৎ হোসেন মন্ডল গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের কুখাতাইড় গ্রামে ১৯৬২ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- সদরুল ইসলাম মন্ডল, মাতা- মোছা. জায়দা বেগম। স্ত্রী- মোছা. রোকেয়া খানম। ১ ছেলে ও ১ মেয়ের জনক। গাইবান্ধা কলেজ থেকে ব্যবসা শিক্ষায় স্নাতক পাশ করেন।

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে মুক্তিনগর ইউনিয়নের পুটিমারিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পিছিয়েপড়া এলাকার অসহায়, দরিদ্র ও সুযোগবঞ্চিত নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা সম্ভব-এটি তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর কর্মএলাকায় খেলিপড়ি বিদ্যালয়, ১৯৯১ সালে উদয়ন বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৯৯৬ সালে উদয়ন মহিলা ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত এইচএসসি পর্যায়ের প্রায় ২৫০০ জন এবং স্নাতক পর্যায়ের প্রায় ৫০০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে। এছাড়া প্রমত্তা যমুনা নদীর চরে অসহায় মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১২ সালে উদয়ন আনন্দভূবন স্কুল (সহশিক্ষা) প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের অনেক শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ছে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত না হলে অনেক শিক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না। তিনি হলদিয়ার চরে ২০০১ সালে হলদিয়া বেড়া বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। যা পরবর্তীতে সরকারিকরণ হয়। তার কর্মএলাকায় কিছুসংখ্যক কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন যা পরবর্তীতে জাতীয়করণ হয়। তিনি তার কর্মের মাধ্যমে নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে চলেছেন। কর্মে তার ক্লান্তি নেই।

নারী শিক্ষা উন্নয়নের অগ্রণী মানুষ মোঃ শাহাদৎ হোসেন মন্ডলকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা নিবেদিত এই উন্নয়নকর্মীর সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



সফল নারী উদ্যোক্তা

সাদিনা বেগম

সফল নারী উদ্যোক্তা সাদিনা বেগম-এর জন্ম গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তালুক কানুপুরের কাপাসিয়া মধ্যপাড়া গ্রামে। পিতা- সাজু মিয়া, মাতা- হাওয়া বেগম। স্বামী- মোনারুল ইসলাম। সাদিনা-মোনারুল দম্পতির ছেলে সোহান দ্বাদশ শ্রেণিতে এবং মেয়ে মরিয়ম আক্তার ৫ম শ্রেণির পড়ছে।

অর্থনৈতিক টানাপড়েনে কেটেছে দিনের পর দিন। অর্থের অভাবে খেয়ে না খেয়ে থাকতে হয়েছে অনেক সময়। বঞ্চনা-অবহেলা আর অভাবের সাগর পাড়ি দিয়ে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের ভবানীপুর ডিলারপাড়া গ্রামের সাদিনা আক্তার এখন ওই গ্রামের বঞ্চিত নারীদের মুক্তির অবলম্বন হয়ে উঠেছেন। নিজের কঠোর মনোবল, পরিশ্রম ও একাগ্রতা গাইবান্ধার সাদিনা বেগমকে দিয়েছে সফল উদ্যোক্তার সম্মান।

২০০৮ সালে পলাশবাড়ীর ভবানীপুর ডিলারপাড়া গ্রামের মোনারুলের সঙ্গে বিয়ে হয় সাদিনা বেগমের। তবে বিয়ের পর থেকে সংসারে অভাব ছিল তার নিত্যসঙ্গী। একদিন পাশের গ্রামে ব্যাগ তৈরি করতে দেখেন সাদিনা। সে সময়ই এই কাজ করার কথা ভাবেন তিনি। প্রথমে বস্তা কেটে বাজারের ব্যাগ (থলে) তৈরির চেষ্টা করতে থাকেন। এ কাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যাগ তৈরির কারিগরি কৌশল রপ্ত করেন।

হাঁস বিক্রির ১ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে সাদিনা তার উদ্যোগ শুরু করলেও পরে একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে কাজের পরিধি বাড়ান। পা-চালিত সেলাই মেশিনসহ ব্যাগ তৈরির উপকরণ কিনে নিজ বাড়িতেই গড়ে তোলেন কারখানা। পর্যায়ক্রমে ব্যাগের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গ্রামের আরো কয়েকজন নারীকে কাজ শিখিয়ে তাদেরও ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজে লাগান সাদিনা। তার এ কারখানায় বর্তমানে প্রায় ছয় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন, যারা গ্রামের সাধারণ দরিদ্র নারী। সাদিনার এ উদ্যোগ গ্রামের দরিদ্র নারীদের জন্য কর্মসংস্থান আর সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। গ্রামের নারী ও কিশোরীরা বাড়িতে বসেই দিনে গড়ে ৩শ থেকে ৮শ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। সাদিনা বেগমও পেয়েছেন সফল উদ্যোক্তার পরিচিতি। নিভৃত গ্রামের নারীদের হাতে তৈরি বাজারের ব্যাগ জেলার সীমানা ছাড়িয়ে এখন রংপুর, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, নীলফামারী, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হচ্ছে। সাদিনা বেগমের ব্যবসা থেকে মাসে আয় হচ্ছে গড়ে ৫০ হাজার টাকা। সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা পেলে সাদিনা বেগম হাজারো নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাগ তৈরির সাথে যুক্ত করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী গ্রাম গড়ে তুলতে চান।

সফল নারী উদ্যোক্তা সাদিনা বেগমকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা জীবনসংগ্রামে জয়ী এই উদ্যোক্তার সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।



স্থাপত্যবিদ
জামাল উদ্দিন শেখ

জামাল উদ্দিন শেখ ১৯৮১ সালের ১১ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ডহরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মঈন উদ্দিন শেখ, মাতা- রবেদা বেগম। স্ত্রী- নুসরাত জাহান। এক কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে তাদের। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ৫ম।

জামাল উদ্দিন শেখ বিক্রমপুরের ঐতিহ্যবাহী কলমা, এল.কে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ২০০৬ সালে স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের অধীনে স্থাপত্য বিদ্যায় স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। সমসাময়িক স্থাপত্য বিষয়ের পাশাপাশি তার স্নাতক শিক্ষায় বাংলাদেশের স্থাপত্য ঐতিহ্য (Architectural Heritage) প্রাধান্য পায় এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁয়ের পানাম নগর নিয়ে তার একটি গবেষণা UNESCO কর্তৃক "OLD BUT NEW : NEW BUT OLD // Architectural Heritage Conversion" নামক বইয়ে Book Chapter হিসাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের স্থাপত্য ঐতিহ্য ও জলবায়ু নিয়ে তার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিভিন্ন Newspaper & Journal এ প্রকাশিত হয়। তিনি ২০০৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পাশাপাশি ২০১০ সালে তিনি স্থাপত্য চর্চার জন্য নিজ স্থাপত্য ফার্ম "ISOVISTS" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য স্থাপত্য ডিজাইন করেছেন এবং বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য project এর মধ্যে (1) Establishment of 125 Upazila ICT Training & Resource Center for Education (UITRCE) with MAC Architects-Consultants, Korea, (2) Bangladesh National Data Center (BNDC) with EDRI, China, (3) Establishment of 100 ICT labs in selected Secondary Level Intuitions in Dhaka District with Myongji College, Korea, (4) Establishment of GMDSS & IMNS in Bangladesh with MAC Architects-Consultants, Korea উল্লেখযোগ্য। তিনি IAB, RAJUK, CDA এবং CoxDA এর একজন নিবন্ধিত সদস্য এবং বাংলাদেশ ইতিহাস একাডেমি এবং বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন-এর আজীবন সদস্য। স্থাপত্য গবেষণা ও চর্চার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কাতার, তুরস্ক, ভারত ও শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

স্থাপত্যবিদ জামাল উদ্দীন শেখ আমাদের গণ উন্নয়ন কেন্দ্র রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ভবনটির নকশা করেছেন। বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ জামাল উদ্দীন শেখকে বিশেষ সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরবান্বিত হয়েছে। আমরা খ্যাতিমান এই স্থাপত্যবিদের সুস্থতা ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।

৪০ পেরিয়ে ৪১

সংস্থায় বিরতিহীন ২৫ বছর অবদান রাখার জন্য
বিশেষ সম্মাননা



মো. শামসুল হক
প্রজেক্ট অফিসার
যোগদান ১৯৮৭



মোছা. ফাতেমা বেগম
ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর
যোগদান ১৯৯৪



দিপালী রানী বর্মন
এ্যাসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর
যোগদান ১৯৯৫



মো. রফিকুল ইসলাম
জোনাল ম্যানেজার
যোগদান ১৯৯৮



রতন কুমার সেহানবীশ
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার
যোগদান ১৯৯৯

২০১৭-২০২৩

যাঁরা পেয়েছেন জিইউকে অ্যাওয়ার্ড

সাল	অবদানের ক্ষেত্র	গুণিজন
২০১৭	সমাজসেবা	ডা. নুরুল ইসলাম (পাঁচপাই ডাক্তার)
	শিক্ষা	অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান
	সংস্কৃতি	অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুম
২০১৮	শিক্ষা	অধ্যাপক ফিরোজা বেগম
	সাংবাদিকতা	গোবিন্দলাল দাস
	সাহিত্য	আবু জাফর সাবু
২০১৯	সাহিত্য	সরোজ দেব
	সঙ্গীত	শাহ্ মশিউর রহমান
	জীববৈচিত্র রক্ষা	মো. আহম্মদ উল্লাহ
২০২০	মুক্তিযুদ্ধ	মাহাবুব এলাহী রঞ্জু বীরপ্রতীক
	সংস্কৃতি	প্রমতোষ সাহা
	শিক্ষা	লুৎফর রহমান (এক টাকার মাস্টার)
	নারী উন্নয়ন	লাইলী বেগম
২০২১	সাংবাদিকতা	মশিয়ার রহমান খান
	সাহিত্য	ড. গোলাম কিবরিয়া পিনু
	অদম্য	মোংলারাম রবিদাস
	উদ্যোক্তা	রেজবিন বেগম
২০২২	সমাজসেবা	সন্ধানী ডোনার ক্লাব
	চিত্রকলা	তৈয়বা বেগম লিপি
	ক্রীড়া	মাহমুদা শরিফা অদিতি
	অদম্য	চন্দ্রশেখর চৌহান
২০২৩	মুক্তিযুদ্ধ	গৌতম চন্দ্র মোদক
	সাংবাদিকতা	সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীর
	সংস্কৃতি	অমিতাভ দাশ হিমুন
	আলোকচিত্র	কুদ্দুস আলম
	চিত্রকলা	রেজাউল আমিন আনিছ
	উদ্যোক্তা	অ্যাড. আঞ্জুমান আরা চৌধুরী



০১ জানুয়ারি ২০২৪ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য GUK Award 2023 গ্রহণ করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদক।



০১ জানুয়ারি ২০২৪ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের জন্য GUK Award 2023 গ্রহণ করছেন সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীর।



০১ জানুয়ারি ২০২৪ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অমিতাভ দাশ হিমুনকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য GUK Award 2023 প্রদান করা হয়।



০১ জানুয়ারি ২০২৪ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোকচিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য GUK Award 2023 গ্রহণ করছেন কুদ্দুস আলম।



০১ জানুয়ারি ২০২৪ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চিত্রকলায় অনন্য অবদানের জন্য GUK Award 2023 গ্রহণ করছেন রেজাউল আমিন আনিছ।



০১ জানুয়ারি ২০২৪ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে GUK Award 2023 গ্রহণ করছেন অ্যাড. আঞ্জুমান আরা চৌধুরী।

আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৪





আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৪





আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৪





আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৪





আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৪





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

লাইসেন্স নং-০১/২০১৯-২০২০

GUK মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

নতুন জীবন

“আপনার প্রিয়জনদের কেউ কি মাদকাসক্ত? আসক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা সম্ভব!”

সুবিধাসমূহ

- মনোরম পরিবেশে আবাসিক ব্যবস্থা;
- বিনোদন, ব্যায়াম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা;
- বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন;
- আবাসিক ডাক্তার, কাউন্সিলর ও ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা সার্বক্ষনিক পরিচর্যা;
- সাশ্রয়ী ব্যয়ে ৩ থেকে ৬ মাসের পরিপূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন;
- চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে ২ বছর পর্যন্ত ফলোআপ।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ঔষধ চিকিৎসার মাধ্যমে নির্বীষকরণ;
- অভিজ্ঞ কাউন্সিলর দ্বারা ফিজিও,সাইকো ও সোস্যাল থেরাপি প্রদান;
- দ্বাদশ ধাপ পদ্ধতি (NA);
- অকুপেশনাল, গ্রুপ ও কমিউনিটি থেরাপি প্রদান;
- রিক্রিয়েশনাল ও রিলেক্সেশন থেরাপি প্রদান;
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাউন্সিলিং প্রদান;
- পরিজ্ঞান আচরণগত ও প্রেষণা বর্ধক থেরাপি;
- বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন (বিসিসি);
- আধ্যাতিকতার চর্চা, আসক্তি বিষয়ক ক্লাসসমূহ;
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

+৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪ ৬১১, +৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪ ৬৭৯ info@gukbd.net

ভিএইড রোড, কালিবাড়ি পাড়া, গাইবান্ধা।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর একটি সামাজিক উদ্যোগ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

GUKIET
GUK Institute of Engineering & Technology

GUK ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি

(গণ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
প্রতিষ্ঠান কোডঃ ১৮১৪৫

চূড়ান্ত বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে গাইবান্ধায় আমরাই প্রথম

ফ্রি কম্পিউটার কোর্স ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসমূহ (চার বছর মেয়াদী)

■ সিভিল ■ ইলেকট্রিক্যাল

জিইউকেআইইটি-এর বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধাসমূহ:

১. বৃহৎ পরিসরে সুবিস্তৃত নিজস্ব ক্যাম্পাস;
২. ছাত্র-ছাত্রীদের কোলাহলমুক্ত ও মনোরম পরিবেশে আবাসিক সুবিধা;
৩. রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত নিরাপদ এবং মানসম্মত পঠন-পাঠন পরিবেশ;
৪. আধুনিক নেটওয়ার্কিং সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও ওয়ার্কশপ;
৫. অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ও প্রশিক্ষক দ্বারা পাঠদান;
৬. সর্বোচ্চ ব্যবহারিক ক্লাস নিশ্চিত করা;
৭. বৃহৎ ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি;
৮. অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা;
৯. বিনোদন ও ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা;
১০. অধ্যয়নকালীন পারটাইম অর্থ উপার্জনের সুযোগ;
১১. ক্যাম্পাসে ফ্রি ওয়াই-ফাই সাপোর্টস;
১২. আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ;
১৩. দেশ-বিদেশে শিক্ষা সফর।

এছাড়াও ছয় মাসমেয়াদী জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ

- কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন;
- ডাটাবেইজ সিস্টেম;
- গ্রাফিক্স ডিজাইন;
- সুইং মেশিন অপারেশন;
- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স;
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং;

কোর্স সমাপ্তকারীদের কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহায়তা।

ফ্রি ইংলিশ স্পিকিং কোর্স

গাইবান্ধা শহরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে পাঠদান ও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পৃথক আবাসিক সুবিধা রয়েছে।

পুলিশ লাইনস্ রোড, নশরৎপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফ্যাক্স: +৮৮ ০৫৪১-৫২২৬৬, মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৩৪৮৪৬০৮, ইমেইল: gukiet@gmail.com

GUK HOSPITAL

A Gana Unnayan Kendra Initiative

উন্নত চিকিৎসা
এখন নিজ শহরে



আমাদের সেবাসমূহ

- নরমাল ডেলিভারি;
- সিজারিয়ান ডেলিভারি;
- জেনারেল সার্জারী;
- নাক, কান ও গলা রোগের চিকিৎসা/অপারেশন;
- Digital X-ray Fujifilm;
- Digital Ultrasound-4D;
- Digital Echo-Cardiogram;
- Physiotherapy & Rehabilitation Center;
- আধুনিক প্যাথলজি সেবা;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক অপারেশন থিয়েটার;
- আধুনিক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ড এবং কেবিনের ব্যবস্থা;
- হোম স্যাম্পল কালেকশন সার্ভিস;
- অভিজ্ঞ সার্জন কর্তৃক সকল ধরনের অপারেশনের ব্যবস্থা;
- দেশে এবং বিদেশে চিকিৎসকদের সাথে চাহিদা অনুযায়ী Tele Medicine'র ব্যবস্থা।

মাষ্টারপাড়া, গাইবান্ধা।

০১৭১৩৪৮৪৬০৯, ০১৭১৩৪৮৪৬৪৫
০২৫৮৯৯৮০১৭৬